ভোরের কাগজ

৩৭

তারিখ ... ... APR 10 2000 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

আগামী বছর আরো ১৪৭ ছাত্রীর এইচএসসি পরীক্ষা অনিশ্চিত

মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ ছাত্রী ১ বছর পিছিয়ে গেলো

কাগজ প্রতিবেদক : মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের মানবিক বিভাগের আরো ১৪৭ জন ছাত্রী আগামী বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্রীর এইচএসসি পরীক্ষা অনিশ্চিত

…ম পাতার পর

নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে …শয় দেখা দিয়েছে। এ বছর ১৩২ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি আইন শিথিল করে তাহলে এ দু বছরের পরীক্ষার্থীরা আগামী বছর পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকাল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিলেবাসে প্রণীত আবশ্যিক সকল বিষয় এ কলেজে নেই। তৎকালীন কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে পরপর দুই বছর ছাত্রীরা রেজিস্ট্রেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। ফলে আইন অনুযায়ী তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

কলেজের অধ্যক্ষ এম এম তালেবুর রহমান বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী, কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান, বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অন্য কর্মকর্তারা এক টেবিলে বসে আলোচনাও করেছেন। কিন্তু কোনো সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায়নি। এখন কর্তৃপক্ষ কলেজে বিভাগগুলো খুলে ২০০১ সালে এক সঙ্গে দু বছরের মোট ২৮৯ জন ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। তবে তাতেও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আইন শিথিল করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল মতিন চৌধুরী ও স্কুল শাখার সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল বারাক মোল্লাকে অভিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের গাফিলতির জন্য সাবেক অধ্যক্ষসহ মোট সাতজনকে কলেজ কর্তৃপক্ষ শোকজ করেছে।

রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কলেজের অধ্যক্ষ এম এম তালেবুর রহমান। কলেজের অন্য শিক্ষকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে কলেজের আন্দোলনরত ছাত্রী ও অভিভাবকরা ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করার দাবিতে গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, ছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনে ইন্ধনের কথা উল্লেখ করে যেকোনো মূল্যে পরীক্ষা ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। অভিভাবকরা এ সময় ছাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। শিক্ষামন্ত্রী স্মারকলিপি গ্রহণ করে এ বছর পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে তাদের জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।